প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ - ২০১৪

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন, ১৪২০, ৯ মার্চ, ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ,

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ,

ছোট্ট সোনামনিরা ও

উপস্থিত সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

মহান স্বাধীনতার মাসে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৪ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

স্বাধীনতার মাস, এই মার্চে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, দু'লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি আধুনিক ও স্বাধীন জাতির কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ গঠনের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন।

একটি আধুনিক, সার্বজনীন ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এ কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, পরিচালন পদ্ধতি ও কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সমপর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করে।

জাতির পিতা ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এর ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে রচিত হয় প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির প্রথম সোপান।

সুধিবৃন্দ,

আমরা যখনই সরকারে এসেছি জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশের শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি।

২০০৮ সালে আমরা যখন সরকারের দায়িত্বে আসি তখন দেশের কী অবস্থা ছিল আপনারা জানেন। বিএনপি-জামাত জোট আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশকে শিক্ষাসহ সকলক্ষেত্রে পিছিয়ে দিয়েছিল। আমরা সেই অচলাবস্থা থেকে দেশের উত্তরণ করেছি। সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছি। দেশের শিক্ষা খাতকে আমরা ঢেলে সাজিয়েছি।

আমরা একটি উৎপাদনমুখী, বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। শিক্ষার মান উন্নয়নে সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করেছি।

বছরের প্রথম দিনে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে নতুন বই তুলে দিচ্ছি। প্রায় শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে।

প্রতিবছর প্রাথমিক স্তরে প্রায় ৭৯ লক্ষ, মাধ্যমিকে ৪০ লক্ষ এবং উচ্চ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩৩ হাজার শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

মিড-ডে মিল হিসেবে উন্নতমানের বিস্কুট সরবরাহ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে শিশুদের জন্য প্রতি স্কুলেই মিড-ডে মিল চালু করা হবে।

বিত্তবান ব্যক্তিরাও যার যা এলাকায় শিক্ষা বিস্তার ও ডে-মিল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে সরকারকে আরও জোর পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করতে পারেন।

দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে।

আমরা যখন শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করছি তখন বিএনপি-জামাত আন্দোলনের নামে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনকে জিম্মি করছে। মাসের পর মাস ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারেনি তাদের সহিংস তৎপরতার কারণে।

স্কুলে যাওয়ার পথে ককটেল মেরে আহত করেছে চট্টগ্রামের স্কুল ছাত্রী অন্তু বড়ুয়া, সাভারের ক্লাশ ফোরের শিশু ছাত্রী বিনু ও বগুড়ার সাদিয়া আক্তারকে। নির্বাচন বানচাল করতে ৫৮২টি স্কুল ভাংচুর করেছে। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

তাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, আপনারা কি চাননা, এদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষিত হোক? আগামী দিনের নেতৃত্ব শিক্ষিত হোক? নাকি আপনারা অশিক্ষিত নেতৃত্বই পছন্দ করেন?

সুধিমন্ডলী,

আমরা ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এর ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেছি। বিদ্যালয়বিহীন এলাকাসমূহে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, উপবৃত্তির কোটা বৃদ্ধি, নতুন পিটিআই স্থাপন, পুরোনো স্কুলসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন, ক্লাসরুমের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে নলকূপ স্থাপন, ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের জন্য এবং ছাত্র ও পুরুষ শিক্ষকদের জন্য আলাদা টয়লেট, জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং রিসোর্স সেন্টার মেরামত, আসবাবপত্র সরবরাহসহ ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন বাস্তবায়ন করেছি। দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার ও  পার্বত্য জেলায় হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ৯৯ হাজার ১৮১ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল বই ই-বুকে রূপান্তর করেছি। অনলাইনে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছি। মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শিক্ষকদের এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পরীক্ষার ফল ওয়েবসাইট, এসএমএস ও ই-মেইলে দেয়ার ব্যবস্থা করেছি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৪ তে আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্য স্থির করেছি। নারী শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখাও আমাদের আরেকটি নির্বাচনী ওয়াদা। শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের লক্ষ্যে বয়স্কদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার পূরণে ইতোমধ্যে আমরা একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছি।

শতভাগ শিশুদের জন্য মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করাও আমাদের অন্যতম অঙ্গীকার। এটিকে আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছি। এ জন্য যা প্রয়োজন সবকিছুই করব আমরা। আমাদের শিশুরা আমাদের অমূল্য সম্পদ, আমাদের ভবিষ্যত। আমরা তাদের উজ্জল ভবিষ্যত গড়তে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সুধিবৃন্দ,

পড়াশুনার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, ঐক্য এবং প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ এবং ছাত্রীদের জন্য বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হচ্ছে।

২০১১ সাল হতে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হচ্ছে।

শিশুদের নেতৃত্ব বিকাশে আমরা ২০১০ সাল হতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টস কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছি। স্টুডেন্টস কাউন্সিলে নির্বাচিত ক্ষুদে প্রতিনিধিগণ বিদ্যালয়ের পরিবেশের উন্নয়ন, পুস্তক ও শিখন সামগ্রী সংরক্ষণ, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যক্রম, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক কার্যক্রম, সুপেয় পানি পান নিশ্চিত করা, বিদ্যালয় আঙ্গিণায় বৃক্ষ রোপণ ও বাগান তৈরী, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নসহ অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছে। আমরা তাদের জন্য কক্সবাজারে একটি লিডারশীপ ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

সুধিমন্ডলী,

২০০১ সালে আমরা সাক্ষরতার হার ৬৫.৫ শতাংশ রেখে গিয়েছিলাম। যা বিএনপি-জামাত জোটের অবহেলা, দুর্নীতি ও পরিকল্পনাহীনতায় ৪৭ ভাগে নেমে এসেছিল। আমরা গত পাঁচ বছরে তা পুনরায় শতকরা ৬৫ ভাগে উন্নীত করেছি।

আপনাদের কাছে আমার আহ্বান থাকবে, আপনারা যার যার বাড়িতে ঘরগৃহস্থলির কাজে নিয়োজিত শিশু কিশোরদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

আমাদের সরকার প্রতিবন্ধি ও অটিজম আক্রান্ত শিশুদের বিশেষ ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারিত করেছে। আমরা সকল ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীর জন্য স্ব স্ব ধর্মের শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি। মূল বই পড়ার আগ্রহ বাড়াতে বাণিজ্যিক কোচিং, বাজারে নোট বই নিষিদ্ধ করেছি।

শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ,

আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বিদ্যালয়ে এখন ঝরে পড়ার হার কমেছে। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দেশে-বিদেশে যে সুনাম কুড়িয়েছে; যে সকল আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে সে কৃতিত্বের দাবিদার আপনারাও।

জাতির পিতা বলতেন ‘‘সোনার বাংলা গড়ার জন্য সোনার মানুষ চাই''। আপনারা হচ্ছেন সেই সোনার মানুষ। নিবেদিতপ্রাণ কারিগর। আপনারাই পারেন নীতি ও আদর্শ দিয়ে দেশের প্রতিটি শিশুকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে। শিশুদের মাঝে নেতৃত্বগুণের উন্মেষ ঘটাতে। কোনটি ভালো কাজ কোনটি মন্দ সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের দিক নির্দেশনা দেওয়া আপনাদের পবিত্র দায়িত্ব।

স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য কয়েকটি রোগের প্রতিকার, ইনজুরি, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, পুষ্টি, প্রাকৃতিক দূর্যোগসহ জরুরি অবস্থায় করণীয় বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে সুস্বাস্থ্যে সুশিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম আমরা গ্রহণ করেছি। আমার প্রত্যাশা এটি বাস্তবায়নে আপনারা আরও তৎপর হবেন।

প্রত্যেকটি শিশুই যাতে পাঠ্যবই থেকে ভাল দিকগুলো এবং পাঠ্যবইয়ের বাইরেও সামাজিক মূল্যবোধগুলো নিজেদের মধ্যে, তাদের পরিবারের মধ্যে, সমাজের মধ্যে চর্চা করতে উৎসাহী ও আগ্রহী হয় সেই চেতনা আপনাদেরই জাগ্রত করতে হবে।

আমি চাই, আপনারা এলাকার প্রত্যেকটি শিশুকে মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত করে নিজেদের একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলুন।

শিক্ষকদের পেশাগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নে আমরা বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

সুধিবৃন্দ,

সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফলাফলকারী ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি খেলাধূলা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে বিজয়ীদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। সফলতার জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষকমন্ডলীকে জানাই আমার উষ্ণ শুভেচ্ছা। এছাড়া পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান এবং মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমরা চাই, দেশের প্রতিটি শিশুই মানসম্মত শিক্ষা নিয়ে বেড়ে উঠুক। তাই আসুন, সবাই সম্মিলিতভাবে-দল, মত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দেশের শিক্ষাখাতের উন্নয়নে একতাবদ্ধ হই। দেশ থেকে নিরক্ষরতাকে চিরতরে বিদায় করি।

আসুন, একুশ শতকের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করি। ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ‘প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৪'  এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

...